দ্রুত চলছে ফাঁসি কার্যকরের প্রক্রিয়া

বঙ্গবন্ধুর খুনীদের সামনে এখন দুটি পথ রিভিউ ও মার্সি পিটিশন

সাঈদ আহমেদ : বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলছে। ডিসেম্বর কিংবা মধ্য জানুয়ারির মধ্যে আসামীদের দণ্ড কার্যকর করার টার্গেট নিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা। তবে জেল কোড অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্তরা রিভিউ পিটিশন এবং মার্সি পিটিশনের সুযোগ পাবেন। আসামীদের এ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমেই কার্যকর হবে সুপ্রিমকোর্টের রায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সুপ্রিমকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রস্তুত হতে সাধারণত ২/৩ মাস লেগে যায়। ২০০৬ সালে ৬ জেএমবি নেতার জেল আপিল খারিজ আদেশের সার্টিফায়েড কপি কারা কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল ২ মাস। সার্টিফায়েড কপি কত দিনের মধ্যে আসামীদের হাতে দেয়া হবে এটি সম্পূর্ণ আদালতের এখতিয়ার। সুপ্রিমকোর্ট রুলস অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রায় পেতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকলে দ্রুত রিভিউ পিটিশন দায়েরের সুবিধার্থে 'অগ্রবর্তী আদেশ' হিসেবে শর্ট রায়ের সার্টিফায়েড কপিও পাঠানো যেতে পারে। এ বিধি অনুসারে বৃহস্পতিবারই সার্টিফায়েড কপি পাঠানো হয়েছে। এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম গতকাল (শনিবার) ইনকিলাবকে জানান, রায় ঘোষিত হওয়ার পরপরই সংক্ষিপ্ত রায়ের সার্টিফায়েড কপি আসামীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এটি দিয়েই আসামীপক্ষ চাইলে রিভিউ পিটিশন করতে পারেন। তবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ও মুহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি)'র কৌঁসুলি খান সাইফুর রহমান ইনকিলাবকে বলেন, আমরা এখনও সার্টিফায়েড কপি হাতে পাইনি। কবে নাগাদ কপি দেয়া হবে তা আদালতের মর্জি। কপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যেই আমরা আপিল করবো। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরেক আসামী সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানের কৌঁসুলি আব্দুর রেজাক খান ইনকিলাবকে বলেন, আমরা এখনও রায়ের কপি পাইনি। যথাযথ সময়েই আমরা আপিল করবো।

এদিকে সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার কতদিনের মধ্যে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা যায় এ নিয়ে পাওয়া গেছে ভিন্ন ভিন্ন মত। রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌঁসুলি আনিসুল হক বলেন, রায়ের কপি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে রিভিউ পিটিশন ফাইল করতে হবে। অন্যদিকে আসামীপক্ষের কৌসুলি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, কপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রিভিউ পিটিশন ফাইল করতে হয়।

এদিকে সুপ্রিমকোর্টের বিচার শাখার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, জেল কোড অনুযায়ী সার্টিফায়েড কপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রিভিউ করার নিয়ম। তবে সংক্ষিপ্ত রায়ের কপি দিয়েও রিভিউ করা যায়। তিনি জানান, রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর রিভিউ করার মোট সময় ৩০ দিন। এর মধ্যে ছুটির দিনও অন্তর্ভুক্ত। কপি হাতে পাওয়ার পর রিভিউ পিটিশন ফাইল করতে যে ক'দিন বিলম্ব হবে সে দিনগুলোও ৩০ দিনের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আদালত কিংবা কারাকর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কারণে সার্টিফায়েড কপি আসামীদের হাতে পৌঁছতে বিলম্ব হয় ওই সময়টুকু ৩০ দিনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ আসামীরা এ ক'দিন বেশি সময় পাবেন।

সূত্র মতে, সরকার বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রিভিউ পিটিশনের জন্য ৩০ কার্য দিবসের বেশি সময় দিতে নারাজ। তাই রায় ঘোষণার দিনই 'অগ্রগামী আদেশ' হিসেবে সার্টিফায়েড কপি আসামীদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে। সূত্র জানায়, আসামীরা 'অগ্রগামী আদেশ' হাতে পাওয়ার পরপরই রিভিউর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বিভাগীয় বিশেষ বেঞ্চেই ১৯ নভেম্বর দেয়া রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে হবে। তবে রিভিউ পিটিশনে আসামীদের নতুন গ্রাউন্ড দেখাতে হবে। যে গ্রাউন্ডের আপিল খারিজ হয়েছে সে গ্রাউন্ড উল্লেখ না করে দেখাতে হবে নতুন কোন গ্রাউন্ড। রিভিউ পিটিশনও যদি খারিজ হয়ে যায় তখন আসামীদের সামনে খোলা থাকবে প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষা (মার্সি পিটিশন) চাওয়ার পথ। রিভিউ খারিজের পর ২১ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে মার্সি পিটিশন করতে হবে। প্রেসিডেন্ট মার্সি খারিজ করে দিলে ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর করা হবে খুনিদের মৃত্যুদণ্ড। সূত্র মতে, এ দুটি প্রক্রিয়ায়

সাধারণত ২ থেকে আড়াই মাস সময় লাগার কথা থাকলেও বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে এতো সময় নাও লাগতে পারে। কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানী হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে। এ বেঞ্চে আর কোন মামলা নেই। তাই রিভিউ শুনানী এবং সার্টিফায়েড কপি পৌঁছাতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। মার্সি পিটিশন মঞ্জুর কিংবা খারিজের মোট সময় ১৫ দিন হলেও যেকোন সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডেন্টও বেশি সময় নেবেন না-মর্মে আশা করা হচ্ছে। আড়াই মাসের স্থলে সর্বোচ্চ দেড় মাস লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে কারা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। এজন্য আগেই বিদেশ থেকে ‘ম্যানিলা রোপ’ (ফাঁসির কাজে ব্যবহৃত বিশেষ দড়ি) আনিয়ে রাখা হচ্ছে। আসামীদের ফাঁসি কার্যকরের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ফাঁসির জন্য স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততা যাচাই এবং ডেথ কনফার্মেশনের জন্য ডাক্তার নিয়োগ, জল্লাদ নির্বাচন, তওবা পড়ানোর জন্য ইমাম নির্বাচন, যম টুপি প্রস্তুত, মঞ্চ তৈরি, দণ্ডিতের ওজনের দেড়গুণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে মঞ্চ এবং ম্যানিলা রোপ পরীক্ষা, পাকা কলা মেখে দড়ি পিচ্ছিলকরণের কাজ রয়েছে। এ কাজগুলোও আগেভাগেই সেরে রাখার তাগিদ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ক্ষেত্রে।

××××××